

২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান: আত্মত্যাগ, জাগরণ ও নতুন বাংলাদেশের প্রত্যয়

মোস্তফা আকমল

‘বাংলাদেশের ইতিহাসে কিছু কিছু ঘটনা শুধু একটি সময়কে নয়, একটি জাতির চেতনা, মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যতের পথচলাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান তেমনই এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। এটি ছিল তরুণদের স্বপ্ন, সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ের সম্মিলিত প্রকাশ।

জন-আকাঙ্ক্ষার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা বিবেচনায় দেশের ইতিহাসে ২০২৪ সাল এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। কেননা ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান জাতীয় জীবনে একটি বড়ো রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে শুরু হওয়া আন্দোলন ধীরে ধীরে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে একটি গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ন্যায়বিচার, জবাবদিহি, বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং নাগরিক অধিকারের প্রত্যাশা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার সংস্কারকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বৈষম্যহীন ও মেধাভিত্তিক নিয়োগব্যবস্থার দাবিতে রাজপথে নামেন। শিক্ষার্থীদের এই ন্যায় ও বৈষম্যহীন নিয়োগব্যবস্থার দাবি দ্রুতই বৃহত্তর জনআকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন শুধু একটি নীতিগত দাবিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং আইনের শাসন, জবাবদিহি, নাগরিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নিয়ে মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, শ্রমজীবী মানুষ, পেশাজীবী এবং সর্বস্তরের নাগরিক এক অভিন্ন আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন।

যেকোনো জাতীয় জাগরণের ইতিহাসেই আত্মত্যাগের অধ্যায় থাকে। ২০২৪ সালের আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়। আন্দোলন চলাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, সহিংসতা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির মধ্যে বহু মানুষ প্রাণ হারান এবং অসংখ্য মানুষ আহত হন। জাতিসংঘের হিসেবে চৌদ্দশোর বেশি শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান। অসংখ্য তরুণ আহত হন; অনেকেই স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। যদিও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায় শহীদের সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে। বহু পরিবার তাদের প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে আজও শোক বয়ে বেড়াচ্ছে; অনেক মা-বাবার জীবনে নেমে এসেছে অপূরণীয় শোক। সেই মায়ের চোখের জল, যিনি আর সন্তানের মুখ দেখতে পান না; সেই বাবার নীরব দীর্ঘশ্বাস, যিনি সন্তানের স্বপ্নকে কবর দিতে বাধ্য হয়েছেন; সেই সহপাঠীর স্মৃতি, যে খালি বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে বন্ধুর অনুপস্থিতি অনুভব করে, এসবই জাতির বিবেককে নাড়া দেয়। তাদের আত্মত্যাগ কেবল একটি আন্দোলনের স্মৃতি নয়; এটি একটি মানবিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। একটি রাষ্ট্র তখনই তাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান জানায়, যখন সে ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক থাকে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোনো জাতির বড়ো পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে আসে না; আসে সাধারণ মানুষের সাহস, আত্মত্যাগ এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা থেকে। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানও সেই সত্যকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তরুণ প্রজন্ম দেখিয়েছে, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের দায়বদ্ধতা কত গভীর। শান্তিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা যে ভূমিকা রাখতে পারে, এই আন্দোলন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে যে রাষ্ট্রের উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে পরিমাপ করা যায় না। একটি উন্নত রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে ওঠে জনগণের আস্থা, সুশাসন, জবাবদিহি, মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের ওপর। এই গণঅভ্যুত্থান তরুণ সমাজকে নতুনভাবে পরিচিত করেছে একটি দায়িত্বশীল নাগরিক শক্তি হিসেবে। তারা দেখিয়েছে, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সচেতন, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ জাতীয় পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে। একই সঙ্গে এটি রাষ্ট্র ও সমাজকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে জনগণের প্রত্যাশা, বিশেষ করে তরুণদের আকাঙ্ক্ষা, গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অপরিহার্য দায়িত্ব।

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনা কোনো ব্যক্তি, দল বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মূল দর্শন নিহিত রয়েছে কিছু সর্বজনীন মূল্যবোধে। ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হলো, যে আত্মত্যাগের মাধ্যমে একটি নতুন সম্ভাবনার জন্ম হয়, সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে হলে প্রয়োজন দায়িত্বশীলতা, সহনশীলতা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ। গণঅভ্যুত্থানের চেতনা কেবল প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি রাষ্ট্র গঠনেরও একটি আহ্বান। এই চেতনা আমাদের শেখায় আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ভিন্নমতকে সহনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করে সংলাপের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। দুর্নীতি, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তরুণদের শিক্ষা, দক্ষতা, উদ্ভাবন ও নেতৃত্ব বিকাশে বিনিয়োগ করতে হবে।

গণঅভ্যুত্থানের চেতনা প্রতিশোধের নয়, পুনর্গঠনের। বিভাজনের নয়, জাতীয় ঐক্যের। ধ্বংসের নয়, একটি কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও মানবিক রাষ্ট্র নির্মাণের। শহীদদের আত্মত্যাগের প্রকৃত মর্যাদা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে যেখানে প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার, ন্যায়বিচার ও মর্যাদা ভোগ করবেন। যারা এর প্রাণ দিয়েছেন, তারা প্রত্যেকে একটি পরিবারের স্বপ্ন ছিলেন। কারও স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হওয়ার, কারও চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, গবেষক কিংবা একজন সং নাগরিক হওয়ার। তাদের অসমাপ্ত স্বপ্ন আজ পুরো জাতির দায়িত্ব। শহীদদের স্মরণ করার সর্বোত্তম উপায় কেবল স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ নয়; বরং এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলা, যেখানে

কোনো নাগরিক বৈষম্যের শিকার হবে না, ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে না, মতপ্রকাশের কারণে ভয় পাবে না এবং প্রতিটি তরুণ তার মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুযোগ পাবে।

নতুন বাংলাদেশ গঠনের দায়িত্ব আজ কেবল সরকারের নয়, প্রতিটি নাগরিকের। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, উদ্যোক্তা, কৃষক, শ্রমিক সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে হবে। রাষ্ট্রের উন্নয়ন কেবল অবকাঠামো নির্মাণে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুশাসন, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার।

গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের প্রত্যাশা আরও শক্তিশালী হয়েছে। সেই প্রত্যাশা পূরণে প্রয়োজন— সুশাসন ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা; শিক্ষা ও গবেষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি; কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির সুযোগ সম্প্রসারণ; প্রযুক্তিনির্ভর ও দুর্নীতিমুক্ত জনসেবা নিশ্চিত করা; পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া; মানবিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা ও জাতীয় ঐক্যের সংস্কৃতি শক্তিশালী করা। রাষ্ট্রের পাশাপাশি নাগরিকদেরও নিজ নিজ অবস্থান থেকে সততা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে হবে। উন্নত বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রাম কোনো একদিনের নয়; এটি একটি ধারাবাহিক জাতীয় অঙ্গীকার।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান একটি স্মরণীয় মাইলফলক। এই আন্দোলন জাতিকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে রাষ্ট্র কেমন হবে, নাগরিকের অধিকার কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তরুণদের কণ্ঠ কতটা শক্তিশালী এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা কেন অপরিহার্য। যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের অঙ্গীকার হোক আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব, যেখানে আইনের শাসন হবে অটুট, ন্যায়বিচার হবে সবার জন্য সমান, বৈষম্যের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হবে সমতা, বিভেদের পরিবর্তে জাতীয় ঐক্য, আর হতাশার পরিবর্তে জেগে উঠবে আশা। ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় একটি জাতির সবচেয়ে বড়ো শক্তি তার জনগণ, আর সেই জনগণের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ তাদের সাহস, আত্মত্যাগ, মানবিকতা এবং উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণের অদম্য প্রত্যয়।

#

লেখক: প্রধান বার্তা সম্পাদক, ইনডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন

পিআইডি ফিচার